বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩)

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	০৫-২৮
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	২৯-৩৬
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৬
৮	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ- ০৮/০৮/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২২/১১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং বেসিক ব্যাংক লিঃ এর ২০১২-২০১৩ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ- ১৫/০৭/১৪২৪........ বঙ্গাব্দ
৩০/১০/২০১৭........ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BL (বিএল)	=	Bad And Loss	যে সকল ঋণ চূড়ান্ত খেলাপী হয়েছে এবং মন্দ ও কুঋণে পরিণত হয়েছে।
৩	BTB (বিটিবি) LC	=	Back To Back LC	রপ্তানির বিপরীতে আমদানীর যে ঋণপত্র খোলা হয়।
৪	BRPD (বিআরপিডি)		Banking Regulation Policy Department	-
৫	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৬	C.C (HYPO)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে সম্পত্তি বন্ধকীকরণ দলিল।
৭	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৮	Cost of Fund	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund। Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৯	CIB (সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
১০	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	-
১১	DEFERED LC (ডেফার্ড এলসি)	=	-	বিশেষ ধরণের ঋণপত্র।
১২	DFC	=	Deposit of foreign currency	গ্রাহক এবং ব্যাংকের যৌথ সম্মতিতে বৈদেশিক লেনদেন পরিশোধকল্পে গ্রাহকের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা গচ্ছিত রাখে।
১৩	EEF (ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	-
১৪	ETP (ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১৫	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা। অর্থাৎ

				রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক যে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।
১৬	FBPN (এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৭	FDBP (এফডিবিপি)	=	Foreign Document Bill Purchase	রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদনের পর ব্যাংক কর্তৃক ডকুমেন্টের ভিত্তিতে যে বিল ক্রয় করা হয়।
১৮	FBP (এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৯	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FCAccount খুলতে হয়।
২০	FTD (এফটিডি)	=	Foreign Trade Department	ব্যাংকের যে শাখায় আমদানী-রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।
২১	Funded liability	=	-	-
২২	IDCP (আইডিসিপি)	=	Interest During Construction Period	-
২৩	IFDBC (আইএফডিবিসি)	=	Inward Foreign Documentary Bill For Collection	পণ্য আমদানী করার জন্য স্থাপিত এলসির ডকুমেন্টের যে দায় পরিশোধের অপেক্ষায় রয়েছে।
২৪	IIDFC (আইআইডিএফসি)	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	-
২৫	ILC (আইএলসি)	=	Inland Letter of Credit	-
২৬	LDBP (এলডিবিপি)	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৭	LTR (এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট দায়সমূহ, ঋণের বিপরীতে যাদের মূল্যবান জামানত বন্ধক আছে তাদেরকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
২৮	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারকে এ সুবিধা দেয়া হয়। সাধারণত বহু পরীক্ষিত পুরাতন গ্রাহকের আবেদন বিবেচনায় LIM (লিম) সৃষ্টি করে তার পক্ষে বন্দরের শুল্কসমূহ পরিশোধ করতে সম্মত হয়।
২৯	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	-
৩০	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।

৩১	NOSTRO	=	A nostro Account is our Account in a different Country	Nostro ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ "আপনার সাথে আমাদের" হিসাব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন করার জন্য প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রায় অন্য ব্যাংকের সাথে এই হিসাব পরিচালনা করতে হয়। ব্যাংকসমূহ সাধারণত যে সব মুদ্রায় আন্তর্জাতিক লেনদেন বা ঋণপত্র খুলে থাকে, সে সব মুদ্রা যে দেশের সে দেশেই এই হিসাবসমূহ খুলতে হয়।
৩২	NI Act 1881 (এন.আই. এ্যাক্ট ১৮৮১)	–	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩৩	PAD (পিএডি)	–	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়। ঋণপত্র যেহেতু ইস্যুকারী ব্যাংকের অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার,তাই ব্যাংক এই PAD খাত Debit করে বিদেশী ব্যাংকের বিল মূল্য পরিশোধ করে।
৩৪	PC (পিসি)	=	Packing Credit	পোশাক রপ্তানিখাতে প্রাক জাহাজীকরণ অর্থায়নে যে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে তা হলো (Packing Credit) প্যাকিং ক্রেডিট।
৩৫	PCC (পিসিসি)		Packing Cash Credit	ট্যানারী/চামড়া রপ্তানী পূর্ব ঋণ সুবিধা। রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়।
৩৬	PSC (পিএসসি)	–	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানী পূর্ব ঋণ সুবিধা। রপ্তানী ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের ৯০% পর্যন্ত এই ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায়।
৩৭	STL (এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩৮	SOD (এসওডি)	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩৯	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	–	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
৪০	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৪১	পুন: তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৪২	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৪৩	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৪৪	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ

				হিসাব করা হয়।
৪৫	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৪৬	UCPDC	=	Uniform Customs and Practices for Documentary Credit	আমদানী-রপ্তানী ব্যবসার আন্তর্জাতিক বিধিবদ্ধ নীতিমালা। ১৯৩৩ সালে আইসিসি সর্বপ্রথম এটির প্রচলন করে। এটি কোন আইন নয়,এটি সমন্বিত প্রথা ও রীতি। কিন্তু আইন স্বীকৃতি দিয়েছে বিধায় সদস্যভুক্ত দেশগুলো উহা পরিপালনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে কোনদেশের আইনের সাথে UCP সাংঘর্ষিক হলে দেশের আইনই সেখানে কার্যকর হবে।
৪৭	Xpb (Head of Accounts)	=	-	এক ধরনের একাউন্ট নাম্বার।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা
	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড		
০১	সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আয়কর ব্যাংকের তহবিল হতে পরিশোধ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	২,৩২,৬৮,০৫১	৬
০২	রপ্তানীতে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডিভাইন নীট ওয়্যার লিঃ এর অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়।	২২,৭১,৪৭৯	৭
০৩	চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে প্রকল্প মেয়াদী ঋণ বিতরণ ও কিস্তি অনাদায়, সিসি (হাইপো) ও এলটিআর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কু-ঋণে পরিণত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পিসি, এলসি, বিটুবি বিল ও ফোর্সড লোনের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৫৮০৪,০০,০০০	৮-৯
০৪	ক্রয়কৃত রপ্তনী বিল ও জামানত বিহীন ব্যাংক ওডি ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দীর্ঘ দিন পরও আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের অনিশ্চিত বিনিয়োগ।	২৬,৫৮,৬১,৪৫৯	১০
০৫	সীমাতিরিক্ত চলতি মূলধন সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ, ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলিকরণ এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মেয়াদী ঋণ ও ফোর্সড লোন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১১৭,৩৭,০০,০০০	১১
০৬	গ্রাহকের পূর্বের দায়-দেনার পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় চলতি মূলধন বৃদ্ধি, অনুমোদন ব্যতিত এলটিআর সৃষ্টি বিএম আরইসহ অন্যান্য ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	৪০,৮৭,০০,০০০	১২
০৭	ক্রয়কৃত আইবিপি বা লোকাল বিলের অনাদায়ী অর্থ কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।	৩,৮৩,০০,৮৮৬	১৩
০৮	গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় বার বার মালিকানা হস্তান্তর, অপর্যাপ্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ এবং ফোর্সড লোন ও পিসি ঋণ টার্ম লোনের সাথে একীভূত করে পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও মেসার্স মডার্ণ ইমেজ সুয়েটার (প্রাঃ) লিঃ এর মেয়াদী ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৫,৭৩,৯৪,৫৮৭	১৪
০৯	সরদার আশা আরী এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ক্রয়কৃত রপ্তানী বিলের (ইনল্যান্ড) অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।	৪০,৪৪,৫৯৬	১৫
১০	একই ব্যক্তিকে একাধিক সিসি হাইপো ঋণ প্রদান করলেও ঋণের উদ্দেশ্য অনুসারে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় তথা বর্তমানে স্টকে কোন মালামাল না পাওয়ায় ঋণ আদায়ে ঝুঁকি এবং ব্যাংকের ক্ষতি।	২২,৯৬,৪০০	১৬
১১	ঋণ গ্রহীতা মেসার্স দুলারী ডেইরীফার্ম প্রাঃ লিঃ ব্যাংকের যোগসাজশে ডেইরীফার্ম তৈরী না করে ঋণ উত্তোলন করত ঋণের টাকা আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫৫,২৩,৩১৩	১৭
	মোট:	২৫৬,১৭,৬০,৭৭১	
	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড		
১২	সঠিক ঋণ গ্রহীতা বিবেচনা না করে জামানত বিহীন টিওডি ঋণ বিতরণ করায় অনাদায়ী টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৯৮,৪৯,১৬৩	১৯-২০
১৩	মেসার্স সিলেট প্লাষ্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ এর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতির সম্মুখীন।	১০,১৭,২১,০৯৫	২১-২২
১৪	এলটিআর ঋণের শর্ত মোতাবেক টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনঃপুন পরিশোধ সীমা বৃদ্ধি, অনিয়মিতভাবে ওভারড্রফট ঋণ মঞ্জুর ও ওডি হিসাব হতে এলটিআর ঋণ সমন্বয় এবং সাশ্রয়ী সুদ হার ভোগ করা সত্ত্বেও সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্ট।	৫২,০৬,১০,৭৭৯	২৩-২৪
	মোট:	৬৪,২১,৮১,০৩৭	
	সর্বমোট:	৩২০,৩৯,৪১,৮০৮	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছর:

- ২০১২-২০১৩ এবং তৎপূর্ববর্তী বছর সমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি:

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল:

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
০১	রূপালী ব্যাংক লি: প্রধান কার্যালয়, দিলকুশা, ঢাকা	০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০২	রূপালী ব্যাংক লিঃ, রূপালী সদন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৩	রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, দিলকুশা, ঢাকা	০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৫	রূপালী ব্যাংক লিঃ, কুতবা শাখা, ভোলা	০৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৬	রূপালী ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা	২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০২/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৭	বেসিক ব্যাংক লিঃ, যশোর শাখা, যশোর	০১/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১২/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৮	বেসিক ব্যাংক লিঃ, খুলনা শাখা, খুলনা	২২/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
০৯	বেসিক ব্যাংক লিঃ, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট	১৩/১২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০/১২/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
১০	বেসিক ব্যাংক লিঃ, জুবিলী রোড শাখা, চট্টগ্রাম	০১/১১/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২১/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষার পদ্ধতি:

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে আলোচনা।
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা।
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু:

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ:

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ:

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

সার্বিক তত্ত্বাবধান:

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ: ০১।

শিরোনাম: সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আয়কর ব্যাংকের তহবিল হতে পরিশোধ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২৩২.৬৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৩৪ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত নথিপত্র, রেজিস্টার ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- জারাবো/করআইন-১/০১/২০১১/১২, তারিখ: ০৫/০১/২০১২ খ্রিঃ তে সুস্পষ্ট বলা আছে এসআরও নং ১৩৮-আইন/২০১২/০৭.০০.০০০.১৬১.০৭.০০১.১২-৯৭ তারিখ: ২৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক প্রত্যেক বছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার মধ্যে আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের মূল বেতনসহ তাঁর আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করে রিটার্ণ তৈরী করবেন। আয়কর রিটার্ন তৈরির পর করদাতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধ করবেন ।
- রূপালী ব্যাংক লি: একটি সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানী, যার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত।
- রূপালী ব্যাংক লি: এর কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়োগ পত্রে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়ে থাকলেও উক্ত সুবিধাদির মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক আয়কর প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- আয়কর পরিশোধ (প্রযোজ্য হলে) তা প্রদান করা দেশের নাগরিকের দায়িত্ব। আয়কর বর্ষ ২০১১-২০১২ এর পূর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর পরিশোধ করতেন। রূপালী ব্যাংক লিঃ নিজস্ব তহবিল হতে ২১২৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আয়কর বাবদ ২,৩২,৬৮,০৫১ টাকা পরিশোধ করেছে।

অনিয়মের কারণ :

- সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘন করে ব্যাংকের কর্মকর্তা /কর্মচারীগণের আয়কর ব্যাংক তহবিল হতে পরিশোধ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ২,৩২,৬৮,০৫১ টাকা (কথায়: দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার একান্ন) **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০১" এ দেখানো হলো)।**

ফলাফল:

- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আয়কর ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রূপালী ব্যাংক লিঃ এ নিয়োজিত আয়কর যোগ্য কর্মকর্তাগণের আয় বছর ২০১১-২০১২ এর প্রদেয় আয়কর ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ব্যাংকের কোষাগার হতে প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের নিজস্ব আয় হতে আয়কর প্রদান করা হয়, যা ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের বেলায় ও প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যাংকের নিজস্ব কোষাগার হতে আয়কর প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের কাছ হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০২।

শিরোনাম: রপ্তানীতে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ ২২.৭১ লক্ষ টাকা অনাদায়।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, রূপালী সদন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০-২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার নথি ও হালনাগাদ ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্মারক নং রূসকঢা/বৈবা/২০১১/৯৭৫ তারিখ: ০৫/০৯/২০১১ এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার জন্য লিমিট ১.০০ কোটি এবং পিসি ২০.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গ্রাহক গত ১২/০৯/২০১১ তারিখ থেকে ০১ বছরের জন্য উক্ত সুবিধা ভোগ করেন।
- নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সিআইবি রিপোর্ট ডিভাইন নীট ওয়্যার লিঃ এর নামে না নিয়ে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যানের নামে নেয়ায় এই প্রতিষ্ঠান যে এন.সি.সি ব্যাংকের নিকট ৪,২১,৫২,০৯২ টাকা দায়বদ্ধ রয়েছে। তা না জানিয়েই অনিয়মিতভাবে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- এনসিসি ব্যাংক মতিঝিল বৈদেশিক শাখার স্মারক নং/১০০৩/২০১২, তারিখ ২৬/১১/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানায় যে, উল্লেখিত গ্রাহক এনসিসি ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা এর নিকট ৪,২১,৫২,০৯২.০০ টাকা দায়বদ্ধ এবং উক্ত অর্থ শ্রেণীকৃত অবস্থায় রয়েছে। একই শাখার স্মারক নং/১০০৩/২০১১ তারিখ ১৭/১১/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানায় যে, উক্ত দায় দেনার সমন্বয় ব্যতিরেকে ২য় লিয়েন ব্যাংক হিসেবে অত্র শাখার অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি রয়েছে।
- ঋণপত্রের মাধ্যমে আনা কাঁচামাল দ্বারা যথাযথ উৎপাদন হচ্ছে কিনা তার তদারকির দায়িত্ব ব্যাংকের। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক তদারকি না করায় উৎপাদিত (৩১২৯৮-১৮০০৮)= ১৩,২৯০ পিছ নীটওয়্যার বা নীটওয়্যার এর কাঁচামাল কোথায় কি অবস্থায় আছে তার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি।
- অনাদায়ী টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হলেও আদায়ের জন্য ১১/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- বিদেশী গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ৩১,২৯৮ পিস নীটওয়্যার রপ্তানী করার জন্য ঋণপত্রের মাধ্যমে কাঁচামাল হিসাবে ১০,০০০ কেজি সুতা আমদানী করে। ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৮০০৮ পিস রপ্তানী করার পর ২১/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে অবশিষ্ট নীট ওয়্যার রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাক টু ব্যাকের দায় ২৬,৭২,৪২৩ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে মেয়াদোত্তীর্ণ অপরিশোধিত ০৩টি ঋণপত্রের বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- রপ্তানীতে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডিভাইন নীটওয়্যার লিঃ এর অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ ২২,৭১,৪৭৯ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ বাহাত্তুর হাজার চার শত তেইশ) অনাদায় এবং ক্ষতির কারণ **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" এ দেখানো হলো)**।

ফলাফল:

- সঠিকভাবে তদারকি না করায় ১৩২৯০ পিছ নীট ওয়্যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে, ঋণ আদায়ের চেষ্টার ফলে ঋণ গ্রহীতা গত ১৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জমা দেয়ার বিষয়টি অঙ্গীকার করে ঋণটি পুনঃতফসিলিকরণের জন্য শাখায় একখানা আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। অঙ্গীকারকৃত অর্থ জমা হলে ঋণটি নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হবে। অন্যথায় আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- সি.আই.বি রিপোর্ট প্রতিষ্ঠানের নামে না নিয়ে অনিয়মিত ভাবে ব্যক্তির নামে নেয়ায়, ডিভাইন গ্রুপ যে এনসিসি ব্যাংক, মতিঝিল শাখার নিকট ৪,২১,৫২,০৯২.০০ টাকা দায়বদ্ধ তা অত্র শাখার জানার বাইরে থাকে। এছাড়া সঠিক ভাবে তদারকি না করায় ১৩,২৯০ পিছ নীটওয়্যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ০৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তি জনিত অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

নুচ্ছেদ: ০৩।

শিরোনাম: **চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে প্রকল্প মেয়াদী ঋণ বিতরণ ও কিস্তি অনাদায় , সিসি(হাঃ) ও এলটিআর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কু-ঋণে পরিণত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পিসি, এলসি, বিটুবি বিল ও ফোর্সড লোনসহ ৫৮০৪.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, দিলকুশা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স এ বি এস গার্মেন্টস লি: এর ঋণ নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ০৯/০৯/২০১০খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং- প্রকা/শিঋবি/১১৬ এর মাধ্যমে মেসার্স এ বি এস গার্মেন্টস এর অনুকূলে ভিন্ন ব্যাংকের দায় পরিশোধ বাবদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা, বিএমআরই প্রকল্প মেয়াদী ঋণ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প মেয়াদী ঋণ ১১% হার সুদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ ৭ বছরে আদায়ের শর্তে প্রাক অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ না করেই উক্ত প্রাক অনুমোদনের ভিত্তিতেই স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে গ্রাহকের অনুকূলে ২৭/১২/২০১০ খ্রিঃ হতে ২৮/০৬/২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সীমার বিপরীতে ২৮৭৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ঋণ স্থিতি ৩৫৮৯.০০ লক্ষ টাকা।
- প্রধান কার্যালয়ের ১২/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং প্রকা/শিঋবি/৭৫ এর মাধ্যমে প্রজেক্টের Financial Capacity Review করে সন্তোষজনক বিবেচিত হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঋণ ছাড়করণের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন, পর্ষদের এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক গ্রাহক প্রকল্পের মেশিনারীজ ক্রয়ের জন্য ৩০০.০০ লক্ষ ও ইটিপি স্থাপনের জন্য ৫০০.০০ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ১৫% হার সুদে ৬ বছর মেয়াদে মেয়াদী ঋণ-২ এর প্রাক অনুমোদন প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রেও চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ না করেই প্রাক অনুমোদনের ভিত্তিতেই স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ২৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮/১০/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইটিপি স্থাপন বাবদ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ঋণ স্থিতি ৫৬৫.০০ লক্ষ টাকা।
- প্রধান কার্যালয়ের ১২/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং প্রকা/শিঋবি/৭৫ এর মাধ্যমে গ্রাহকের চলতি মূলধন ঋণ সিসি হাইপো ৩০০.০০ লক্ষ টাকা (নতুন). ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (৩০০.০০ লক্ষ টাকা নবায়ন এবং ৭০০.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিতকরণ) এবং পিসি রপ্তানী ঋণ পত্রের ১০% ঋণ সুবিধা অনুমোদন দেয়া হয়।
- ১৫টি ব্যাক টু ব্যাক এবং ৫টি ফরেন ডেফার্ড ঋণপত্রের মেয়াদোত্তীর্ণ বিলের মূল্য ৭,৯১,২০২.৭৫ মা:ডঃ গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় প্রধান কার্যালয়ের ০৫/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনের ভিত্তিতে স্থানীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক ব্যক্তিগতভাবে ২৩/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে তা পরিশোধের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের ০৫/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র অনুযায়ী ঋণ আদায়ের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় উক্ত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ৩ মাস পর স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রকল্প নিলামে বিক্রির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ফোর্সড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় স্থিতি ৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা।
- ফলে ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোট আদায় অনিশ্চিত ঋণ স্থিতি ৫৮০৪.০০ লক্ষ টাকা।
- বোর্ড সচিবালয়ের ১৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং প্রকা/পপস/২৫৩/১ এ উল্লিখিত ঋণের শর্তানুযায়ী ১:২ অনুপাতে প্রযোজ্য জামানত ৯৫৭৮.০০ লক্ষ টাকার স্থলে স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ৫০৭৮.০০ লক্ষ টাকার জামানত সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ জামানত ঘাটতি রয়েছে ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
- সিসি(হা:) ঋণটি সীমাতিরিক্ত ও ১১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ঋণের দায় স্থিতি ৪৪৯.০০ লক্ষ টাকা। সীমাতিরিক্ত প্যাকিং ক্রেডিটের ১৪৮.০০ লক্ষ টাকা এবং এলটিআর ঋণের ৭০.০০ লক্ষ টাকা দায় ইতোমধ্যেই মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণে শ্রেণীকৃত।

অনিয়মের কারণ :

- চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে প্রকল্প মেয়াদী ঋণ বিতরণ ও কিস্তি অনাদায়, সিসি (হা:) ও এলটিআর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কু-ঋণে পরিণত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পিসি, এলসি, বিটুবি বিল ও ফোর্সড লোনের টাকা আদায় অনিশ্চিত ৫৮,০৪,০০,০০০ টাকা (কথায়: আটান্ন কোটি চার লক্ষ) **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩" এ দেখানো হলো)**।

ফলাফল:

- আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে সহায়ক জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ এবং আদায় না করতে পারায় কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রাক অনুমোদনের আওতায় ২৫০০.০০ লক্ষ টাকার মেয়াদী ঋণসীমার বিপরীতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মেশিনারীজের খরচ বৃদ্ধিসহ ডলারের মুল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত গ্রাহকের চাহিদার আলোকে ২৮৫২.০০ লক্ষ টাকা ছাড়করণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণপূর্বক গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে হিসাবগুলো পুন:তফসিলীকরণ/ নিয়মিতকরণের নিমিত্তে প্রধান কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দায়দেনা প্রধান কার্যালয় পুন:তফসিলিকরণ/নিয়মিতকরনের অনুমোদন প্রদান করেছে। অনুমোদনের শর্তাবলী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- চূড়ান্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ শাখার জিএম এর আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ। চূড়ান্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রধান কার্যালয়/ বোর্ড সভায় ঋণ পুন:তফসিলীকরণের প্রস্তাব প্রেরণ যথার্থ হয়নি। পুন:তফসিলীকরণের শর্তানুযায়ী ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট নগদে জমা করা হয়নি এবং অন্যান্য শর্তাদি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পুন:তফসিলিকরণ অনুমোদন কার্যকর হয়নি। তাছাড়া পুন:তফসিলিকরণ/নিয়মিতকরণের অনুমোদন পত্রে সিসি হাইপো, এলসি ও ফোর্সড লোনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১২/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং তাগিদ দেয়া হয় ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- চূড়ান্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৪।

শিরোনাম: ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল ও জামানত বিহীন ব্যাংক ওডি ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬৫৮.৬১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মাহাবুব স্পিনিং মিলস এর রপ্তানী বিল ক্রয়ের বিবরণী ও রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ১৫/০৯/২০১১খ্রিঃ হতে ২৯/০২/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ, রূপসী বাংলা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স হলমার্ককে স্থানীয় আমদানীকারক দেখিয়ে ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে স্বীকৃতিপত্র ও ডকুমেন্ট দাখিল করায় রপ্তানীকারকের অনুকূলে ২০,৭৭,১২,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়, যার মোট ২৬টি বিল মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ও শ্রেণীকৃত। উক্ত ২৬ টি আইবিপি বিলের ওভার ডিউ সুদ বাবদ অনাদায়ী ৫,৫১,৫০,০০৬ টাকা।
- জামানত বিহীন ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর যা ৩১/১০/২০১৩ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সুদাসলে ২৯,৯৯,৪৫৩ টাকা অনাদায়ী।
- সুতরাং আইবিপি ক্রয় বাবদ (২০,৭৭,১২,০০০ টাকা + সুদ ৫,৫১,৫০,০০৬ টাকা + ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ বাবদ ২৯,৯৯,৪৫৩ টাকাসহ) সর্বমোট ২৬,৫৮,৬১,৪৫৯ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ:

- ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল ও জামানতবিহীন ব্যাংক ওডি ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দীর্ঘ দিন পরও আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬,৫৮,৬১,৪৫৯ টাকা (ছাব্বিশ কোটি আটান্ন লক্ষ একষট্টি হাজার চার শত উনষাট) **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০৪" এ দেখানো হলো)।**

ফলাফল:

- মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘ দিন পরও ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল ও জামানতবিহীন ওডি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- মেয়াদোত্তীর্ণ আইবিপিসমূহ পরিশোধের জন্য সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- দীর্ঘদিনেও উক্ত অর্থ আদায় না হওয়ায় জবাব সন্তোষজনক হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১২/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং তাগিদ দেয়া হয় ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- সত্বর সমুদয় অর্থ আদায় নিশ্চিত করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ: ০৫।

শিরোনাম: সীমাতিরিক্ত চলতি মূলধন সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ, ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে পুন:তফসিলিকরণ এবং মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী মেয়াদী ঋণ ও ফোর্সড লোন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, দিলকুশা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স বেনিটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ঋণ নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ০১/১১/২০১১খ্রিঃ তারিখের পত্র নং প্রকা/শিঋবি/১০৮ এর মাধ্যমে গ্রাহক মেসার্স বেনিটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ সিসি হাইপো ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় গ্রাহকের সীমাতিরিক্ত ঋণ থাকা অবস্থায় পর্যায়ক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র সূত্র নং- বিশিঋবি/১৩৯ এর মাধ্যমে ঋণ সীমা ২১০০.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিতসহ নবায়ন করা হয়। কিন্তু ঋণ বৃদ্ধি করার পরও সীমাতিরিক্ত (৩৮৭৬.০০-২১০০.০০)= ১৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা বিদ্যমান অবস্থায় নবায়ন মঞ্জুরি দেয়া হয়। যা মঞ্জুরি শর্ত পরিপন্থী। এ খাতে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় ঋণটি ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হয়। ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ঋণের দায় স্থিতি ২৮০৬.০০ লক্ষ টাকা।
- উল্লিখিত ২০/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্রে সীমাতিরিক্ত (৩৮৭৬.০০-২১০০.০০)= ১৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণকে স্বল্প মেয়াদী ঋণে পরিণত করে তা ১ বছরে ১২টি সমান কিস্তিতে সুদসহ আদায়ের শর্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহককে উক্ত সুবিধা প্রদান করা হলেও শর্ত অনুযায়ী কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণটি মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত নং- ৫ অনুযায়ী মন্দ/ক্ষতি ঋণে পরিণত ১৯১৪.০০ লক্ষ টাকা।
- মেয়াদী ঋণ ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে পুন:তফসিলিকরণ এবং পরবর্তীতে কিস্তি খেলাপী হয়। গ্রাহকের ব্যবসা ও আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় ঋণটি ক্ষতিমানে শ্রেণীকৃত হয়। বর্তমানে সীমাতিরিক্ত দায় ১৫১০.০০ লক্ষ টাকা।
- ফোর্সড লোন সমূহ কিস্তি খেলাপী এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত। শর্তানুযায়ী ১ বছরের মধ্যে রপ্তানি বিলে ১০% হিসেবে সমন্বয় হয়নি। উল্লেখ্য যে, শর্তানুযায়ী ঋণটি শ্রেণীকৃত হওয়ার যোগ্য কিন্তু গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে তা করা হয়নি। ৩১/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এ খাতে আদায়যোগ্য (৮.৫১+২৮.৫০+১৩.৩২)= ৫০৩৩.০০ লক্ষ টাকা।
- উল্লেখ্য যে, ঋণ পুন:তফসিলিকরণ শর্তানুযায়ী গ্রাহক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ১৫/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত ফোর্সড লোনের বিশেষ পরামর্শ নং ৩ মোতাবেক বিদ্যমান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না করেই স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ফোর্সড লোন কার্যকরী করা হয়েছে।
- ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের সিসি হাইপো, মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী, ফোর্সড লোন ও নন ফান্ডেড দায় স্থিতি ১১৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণ:

- সীমাতিরিক্ত চলতি মূলধন সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ, ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে পুন:তফসিলিকরণ এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী মেয়াদী ঋণ ও ফোর্সড লোন আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১৭,৩৭,০০,০০০ টাকা (একশত সতের কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা) **(বিবরণ পরিশিষ্ট "৫" এ দেখানো হলো)।**

ফলাফল:

- পুন:তফসিলিকরণ সুবিধা প্রদান করার পরও ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহকের ব্যবসা বিভিন্ন কারণে সন্তোষজনক নয় বিধায় গ্রাহক নিয়মিত কিস্তি ও সীমাতিরিক্ত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে গ্রাহককে একাধিকবার তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লংঘন করে সীমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১২/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং তাগিদ দেয়া হয় ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ সুবিধা প্রদান করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় অনাদায়ী অর্থ আদায় নিশ্চিত করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৬।

শিরোনাম: গ্রাহকের পূর্বের দায়-দেনার পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় চলতি মূলধন বৃদ্ধি,অনুমোদন ব্যতীত এলটিআর সৃষ্টি, বিএমআরইসহ অন্যান্য ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪০৮৭.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, দিলকুশা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস মিলস লি: এর ঋণ নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ০১/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং প্রকা/পপস/৯৬৫/১০ হতে দেখা যায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে পূর্বেও সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং গ্রাহক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অত্র ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও গ্রাহককে বিএমআরই মেয়াদী ঋণ বাবদ ১৮৪৬.২৫ লক্ষ টাকা (আইডিসিপি ৯৬.০০ লক্ষ টাকাসহ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শর্ত মোতাবেক ৮ বছর মেয়াদে (১২ মাস গ্রেস পিরিয়ড সহ) ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ আদায়যোগ্য। কিন্তু গ্রাহকের হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে, শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণটি মন্দ ঋণ হিসাবে শ্রেণীকৃত এবং ক্ষতি হিসেবে গণ্য। বর্তমানে সীমাতিরিক্ত দায় ২১১১.০০ লক্ষ টাকা।
- আইডিসিপি বাবদ ৯৬.২৫ লক্ষ টাকা ১১% হার সুদে বাৎসরিক ৫ বছরে আদায়যোগ্য হলেও অদ্যাবধি কোন টাকা আদায় না হওয়ায় বর্তমান দায় ৯৬.২৫ লক্ষ টাকা। ঋণটি বর্তমানে মন্দ ঋণ হিসাবে শ্রেণিকৃত এবং ক্ষতি হিসেবে গণ্য।
- প্রধান কার্যালয়ের ০৯/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং প্রকা/শিঋবি/১৬১ এর মাধ্যমে সিসি হাইপো ঋণ সীমা ৮০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১২০০.০০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করা হয়। পুনরায় ০১/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং এলওডি ঋণ/২০১২/৩৮০ এর মাধ্যমে উক্ত ঋণ নবায়ন করা হয়। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই সীমাতিরিক্ত ঋণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় গ্রাহককে নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যা মঞ্জুরি শর্তের পরিপন্থী। এখাতে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ১৬০৫.০০ লক্ষ টাকা। ঋণটি বর্তমানে মন্দ ঋণ হিসাবে শ্রেণীকৃত এবং ক্ষতি হিসেবে গণ্য।
- অনুমোদন ব্যতীত ২৯/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত এলটিআর বাবদ ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা ২৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় না হওয়ায় ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রাহকের পূর্বের দায়-দেনার পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়, সীমাতিরিক্ত দায় বিদ্যমান, এতদসত্ত্বেও বিএমআরই প্রকল্প ঋণ প্রদান, চলতি মূলধন বর্ধিতকরণ, নবায়নসহ এলটিআর সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ৪০৮৭.০০ লক্ষ (চল্লিশ কোটি সাতাশি লক্ষ টাকা) ক্ষতি **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০৬" এ দেখানো হলো)।**

ফলাফল:

- গ্রাহকের পূর্ব দায়-দেনার পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ সুবিধা প্রদান এবং ঋণটি কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৩/১০৫, অনুমোদন নং-প্রকা/আইসিডি/রিসিডিউল/২০১৩/০৯, তারিখ: ০৩/১১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মেয়াদী ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণাংক এবং সিসি হাইপো ঋণের সীমাতিরিক্ত ঋণ ও এলটিআর পুন:তফসিলিকরণের অনুমোদন ও চলতি মূলধন ঋণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র, ঋণপত্র, বিল ডিসকাউন্ট ও ব্যাংক গ্যারান্টি পরবর্তী ১ বছরের জন্য নবায়নের অনুমোদন প্রদান করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লংঘন করে সীমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান ও নবায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ০৩/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রের শর্ত মোতাবেক ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট জমা সাপেক্ষে পুন:তফসিলিকরণ ও নবায়ন অনুমোদন কার্যকর হবে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১২/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনিয়মিতভাবে সীমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঘাটতি ডাউন পেমেন্ট আদায় নিশ্চিত করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৭।

শিরোনাম: ক্রয়কৃত আইবিপি বা লোকাল বিলের অনাদায়ী অর্থ কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৩৮৩.০১ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আইবিপি রেজিস্টার ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শাখার গ্রাহক মেসার্স বদর স্পিনিং মিলস লিঃ এর আবেদনক্রমে ১৯/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে কাঁচাতুলা সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৮০ দিন মেয়াদে স্থানীয় এলসি স্থাপন করা হয়। যার বেনিফিসিয়ারী মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজও অত্র শাখার গ্রাহক। উক্ত এলসির বিপরীতে ০৫/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজ এর ৪,৮০,০০,০০০ টাকার লোকাল বিল ক্রয় করা হয়। যা ০৪/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর ২৪/০৪/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫ কিস্তিতে ২,০০,০০,০০০ টাকা সমন্বয় হওয়ায় অবশিষ্ট ২,৮০,০০,০০০ টাকা অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে।
- সুতরাং ০৫/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অনাদায়ী স্থিতির উপর ১৬% হারে আদায়যোগ্য সুদ বাবদ ১,০৩,০০,৮৮৬ টাকা এবং অনাদায়ী ২,৮০,০০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৩,৮৩,০০,৮৮৬ টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ :

- ক্রয়কৃত আইবিপি বা লোকাল বিলের অনাদায়ী অর্থ কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৩,৮৩,০০,৮৮৬ টাকা (কথায়: তিন কোটি তিরাশি লক্ষ আট শত ছিয়াশি) **(বিবরণ পরিশিষ্ট "০৭" এ দেখানো হলো)।**

ফলাফল:

- ক্রয়কৃত লোকাল বিলের অনাদায়ী অর্থ কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ক্রেতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স বদর স্পিনিং মিলস লিঃ আগামী ৩ মাসের মধ্যে সুদসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ করবে মর্মে অবহিত করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ৩ মাসের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার বিষয়ে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১২/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে হাল নাগাদ সুদসহ সমুদয় অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৮ ।

শিরোনাম: **গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় বার বার মালিকানা হস্তান্তর; অপর্যাপ্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ এবং ফোর্সড লোন ও পিসি ঋণ টার্ম লোনের সাথে একীভূত করে পুন:তফসিল করা সত্ত্বেও এর মেয়াদী ঋণের ৫৭৩.৯৫ লক্ষ টাকা অনাদায় ।**

বিবরণ :

অনিয়মের কারণ :

গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় বার বার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/ ২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেয়াদী ঋণ এর নথিপত্র হতে দেখা যায়,

- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ০২/১১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পর্ষদ সভায় ৪৮.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানতের বিপরীতে ১৯৪.৬১ লক্ষ টাকা (নির্মাণকালীন সুদ ৫.০৭ লক্ষ টাকাসহ) মেয়াদী ঋণ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১৯/১০/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগ-১ কর্তৃক ১৯৪.৬১ লক্ষ টাকা মেয়াদী ঋণ অনুমোদন করা হয় এবং ২৬/০৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১৯৪.৬১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। একইসাথে সন্তোষজনকভাবে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর উৎপাদন পরিচালনার জন্য ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সীমা ৪১৭.৭০ লক্ষ টাকা ও রপ্তানী ঋণপত্রের ১০% পিসি সীমা অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে মেয়াদী ঋণ ১৯৪.৬১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫৫.২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ভূমি ব্যাংকে বন্ধক রাখা হয়। যা খুবই অপর্যাপ্ত।
- নানাবিধ কারণে মালিকপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি চালাতে ব্যর্থ হলে পরিচালনা পর্ষদের ২৮/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ৭৪৯ তম সভায় অনুমোদন ক্রমে ১০০% শেয়ারসহ সকল দায়-দেনা জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ গং এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু মালিক পক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানী পণ্য বিলম্বে জাহাজীকরণ এবং মালামাল স্টক লুটের কারণে ২১ টি ফোর্সড লোনের সৃষ্টি হয়, যা মঞ্জুরী পত্রের ৩ নং শর্তের পরিপন্থী।
- পরবর্তীতে ১৫/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক ও প্যাকিং ক্রেডিট ঋণ নবায়নসহ সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ফোর্সড লোনকে টার্ম লোনের সাথে একীভূত করে ঋণ হিসাবটি পুন:তফসিল করা হয়। কিন্তু উক্ত পুন:তফসিল সুবিধার কোন শর্ত পরিপালন না করে মালিক পক্ষের সোয়েটার কারখানাটি বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন খাতের দায়-দেনা একত্রিত করে মেয়াদী ঋণে রূপান্তরপূর্বক দশ বছরের জন্য ৮% সুদে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর অনুমোদন করা হয়।
- অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে বিআরপিডি সার্কুলার অনুযায়ী ডাউন পেমেন্ট জমাকরণ এবং ১:২ অনুপাত জামানত গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তৃতীয় মালিকপক্ষ উক্ত শর্ত দুটি শিথিলের জন্য আবেদন করেন যা শাখা কর্তৃক জোর সুপারিশ সহকারে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- মালিকানা হস্তান্তর চুক্তি মোতাবেক তৃতীয় মালিকপক্ষ কারখানাটির দায়-দেনা গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মেশিনপত্র ভাড়া করা কারখানায় স্থানান্তর পূর্বক স্থাপনার কাজ শেষ করেছেন। ফলে ঋণটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, যার দায় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।
- মালিকানা হস্তান্তর, অপর্যাপ্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ এবং ফোর্সড লোন ও পিসি ঋণ টার্ম লোনের সাথে একীভূত করে পুন:তফসিল করা সত্ত্বেও মেসার্স মডার্ণ ইমেজ সুয়েটার (প্রা:) লিঃ এর মেয়াদী ঋণের ৫,৭৩,৯৪,৫৮৭ টাকা (কথায়: পাঁচ কোটি তেহাত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচ শত সাতাশি) আদায় না হওয়ায় ক্ষতি **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৮" এ দেখানো হলো)।**

ফলাফল:

- সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচন না করা, অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে ঋণ বিতরণ এবং পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করার পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- তাৎক্ষণিক জবাবে অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে জানানো হয় যে, ৩য় মালিকপক্ষ কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ পূর্বক এবং ১:২ অনুপাতে জামানত সমৃদ্ধ করার শর্ত দুটি বাতিলের জন্য আবেদন করেছেন, যা বিবেচনাধীন আছে।

অডিটের মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক জরুরী ভিত্তিতে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৯।

শিরোনামঃ **গ্রাহক এর অনুকুলে ক্রয়কৃত রপ্তানী বিলের (ইনল্যান্ড) অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন ৪০.৪৫ লক্ষ টাকা।**

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ সালের হিসাব ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আই বি পি (ইনল্যান্ড) নথিপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সরদার আশা আরী এন্টারপ্রাইজ এলসি স্থাপনের পরে কালেকশনে প্রেরণ করা হলে সোনালী ব্যাংক লিঃ, হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা কর্তৃক এক্সেপটেন্স প্রদান করা হয়। উক্ত এক্সেপটেন্স এর ভিত্তিতে বিল ক্রয় করা হয়।
- কমার্শিয়াল ইনভয়েস অনুযায়ী সরদার আশা আরী এন্টারপ্রাইজ রপ্তানীকারক, প্যারাগণ নিট কম্পোজিট লিঃ আমদানীকারক। উল্লেখ্য, প্যারাগণ নীট কম্পোজিট লিঃ "হল মার্ক" এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান।
- ডেফার্ড ভিত্তিতে ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে বিধায় ১২০ দিনের মধ্যে বিল মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিল মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা হতে ব্যাংক তথা দেশ বঞ্চিত হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অনিয়মের কারণ :

- গ্রাহক এর অনুকূলে ক্রয়কৃত রপ্তানী বিলের (ইনল্যান্ড) অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংক ৪০,৪৪,৫৯৬ টাকা (কথায়: চল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচ শত ছিয়ানব্বই) আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন (**বিবরণ পরিশিষ্ট "৭" এ দেখানো হলো**)।

ফলাফল:

- গ্রাহকের অনুকূলে ক্রয়কৃত রপ্তানী বিলের (ইনল্যান্ড) অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- তাৎক্ষণিক জবাবে অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে জানানো হয় যে, অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক গ্রাহককে উকিল নোটিশ প্রেরণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকে লিখিত আকারে আবেদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব সন্তোষজনক নয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে অতি সত্ত্বর অনাদায়ী অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক। অন্যথায় অডিট রিপোর্ট আকারে রাষ্ট্রপতি বরাবরে পেশ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১০।

শিরোনাম: একই ব্যক্তিকে একাধিক সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করলেও ঋণের উদ্দেশ্য অনুসারে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় তথা বর্তমানে স্টকে কোন মালামাল না পাওয়ায় ঋণ আদায়ে ঝুঁকি এবং ব্যাংকের ক্ষতি ২২.৯৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, কুতবা শাখা, ভোলা এর ১৯৯৯-২০১২ সালের হিসাব ০৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ থেকে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় সিসি (হাইপো) ঋণের কার্ড, ঋণ স্টেটমেন্ট, ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- রূপালী ব্যাংক লিঃ, কুতবা শাখা, ভোলা থেকে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামানকে সুপারি এবং রড সিমেন্টের ব্যবসার উদ্দেশ্যে দুটি সিসি (হাঃ) ঋণ প্রদান করা হয় । ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং ২ ও তারিখ: ১৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ এবং ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং ১৩, তারিখ: ২৬/০৯/২০১০। প্রথম অনুমোদনে ১০/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৭,৬২,৫০০ টাকা এবং দ্বিতীয় অনুমোদনে ৭/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১৩,৭১,০০০ টাকা ১৩% সুদে প্রদান করা হয়। প্রদত্ত ঋণ দুটি যথাক্রমে ১৫/০৪/২০১১ খ্রিঃ এবং ২৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সুদসহ সমূদয় অর্থ আদায় করার কথা। অথচ উক্ত মেয়াদ সীমার মধ্যে আসল এবং সুদের কোন অর্থ আদায় করা হয়নি। মেয়াদসীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী এক বছরেও প্রদত্ত ঋণের কোন অর্থ আদায় করা হয়নি। এরূপ অবস্থায় মামলা দায়ের করে ঋণের সমুদয় অর্থ আদায়ের উদ্যোগ নেয়ার কথা থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক এ যাবত কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
- অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ অনুসারে প্রদত্ত ঋণের মেয়াদসীমার পরবর্তী এক বছরে ১৫% টাকা আদায় না হলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। অথচ অদ্যাবধি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। নিরীক্ষা চলাকালীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির স্টক বাস্তব যাচাইয়ে সেখানে কোন মালামাল পাওয়া যায়নি বিধায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ।

অনিয়মের কারণ :

- একই ব্যক্তিকে একাধিক সিসি হাইপো ঋণ প্রদান করলেও ঋণের উদ্দেশ্য অনুসারে ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় তথা বর্তমানে স্টকে কোন মালামাল না পাওয়ায় ঋণ আদায়ে ঝুঁকি এবং ব্যাংকের ক্ষতি ২২,৯৬,৪০০ টাকা (কথায়: বাইশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চার শত) **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হলো)**।

ফলাফল:

- ঋণের অর্থ ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় তথা বর্তমান স্টকে কোন মালামাল না পাওয়ায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, যথাশীঘ্র সম্ভব ঋণের অর্থ আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাবের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সমুদয় অর্থ আদায় এবং ব্যর্থতায় মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। অন্যদিকে একই ব্যক্তিকে একাধিক সিসি ঋণ প্রদানকারী শাখা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৩/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অতিসত্বর ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১১।

শিরোনামঃ ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের যোগসাজশে ডেইরীফার্ম নির্মাণ না করে ঋণ উত্তোলন করত ঋণের অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ৫৫.২৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা, পাবনা এর ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০২/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কালে ঋণ কার্ড, ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত নথি ও ঋণ গ্রহীতাদের নথি হতে দেখা যায় যে,

- এডিবি প্রকল্প ঋণের আওতায় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রথম ১৯৮৮ সালে মেসার্স দুলারী ডেইরী ফার্ম প্রাঃ লিমিটেডকে নির্মাণের জন্য (উদ্যোক্তা ও ব্যাংক যথাক্রমে ৩৬,৯০,০০০ টাকা ও ৫৫.২৮,০০০ টাকা ইকুইটিতে) ৬৯,৭০,০০০ টাকা ঋণ লিমিট মঞ্জুর করা হয়। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক মেশিনারীজ, প্রকল্প বিল্ডিং তৈরীর জন্য ৩০,৯৭,৭৫১/৯৫ টাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ডেইরী ফার্ম নির্মাণ করা হয়নি এবং ঋণটি ৩০/১২/১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণের লিমিটের সমুদয় টাকা উত্তোলন করতঃ খরচ করা হয়নি এবং নিজের কোন ইকুইটিও খরচ করা হয়নি। উত্তোলনকৃত ৩০,৯৭,৭৫১.৯৫ টাকা ডেইরী ফার্ম নির্মাণে খরচ না করে ঋণ গ্রহীতা তা আত্মসাৎ করেন। এ যাবৎ তিনি ঋণের কোন টাকাই পরিশোধ করেননি।
- খেলাপী ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ডেইরী ফার্মের কোন অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় পতিত চর ভূমি পড়ে আছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, ডেইরী ফার্ম নির্মান করা হয়নি। ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ৩০/১১/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখে ৩০/৯৭ নম্বর মামলা দায়ের করা হলে মামলা ব্যাংকের পক্ষে ডিক্রী হয়। জারী মামলার প্রস্তুতি চলছে। ঋণটি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পত্র নং-প্রকা/মামলা/অব/৩৬, তারিখঃ ১২/১১/২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক অবলোপন করা হয়েছে। ঋণের সহায়ক জামানতের বর্তমান মূল্য ৩০.০০,০০০ টাকা নিরূপন করা হয়েছে। কিন্তু ঋণ প্রদানের সময় সহায়ক জামানতের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- যেহেতু ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের যোগসাজসশে ডেইরী ফার্ম নির্মাণ না করে ঋণের সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। তাই, সত্ত্বর উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত পূর্বক দায় দ্বায়িত্ব নির্ধারণ করত ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারী মামলসহ অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যবস্থাপক/ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ গ্রহীতা মেসার্স দুলারী ডেইরী ফার্ম প্রাঃ লিঃ ব্যাংকের যোগসাজশে ডেইরীফার্ম তৈরী না করে ঋণ উত্তোলন করত ঋণের টাকা আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ৫৫,২৩,৩১৩ টাকা (কথায়: পঞ্চান্ন লক্ষ তেইশ হাজার তিন শত তের) ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" এ দেখানো হলো)**।

ফলাফল:

- ডেইরীফার্ম নির্মাণ না করে ঋণ উত্তোলন করতঃ ঋণের অর্থ আত্মসাৎ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- যথা নিয়মে ঋণ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পের নির্মান কাজ ও মেশিনারীজ আমদানী করা হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং ব্যাংকের শর্তাবলীর কিছু বিষয়ে তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপনার সাথে বিরোধ হওয়ায় প্রকল্পটি উৎপাদনে যেতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয়ে রুগ্ন শিল্প হিসেবে তালিকা ভুক্তির জন্য বিবেচনাধীন আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিষয়টি তদারকি করছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ রূপালী ব্যাংক লিঃ পাবনা শাখার ব্যবস্থাপক কর্তৃক ১৪/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে খেলাপী ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কে প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ০৫ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির কোন অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় পতিত চর ভূমি পড়ে আছে এবং এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের যোগসাজশে ডেইরী ফার্ম নির্মাণ না করে ঋণের সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। তাই সত্ত্বর উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত পূর্বক দায় দ্বায়িত্ব নির্ধারণ করত ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারী মামলসহ অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যবস্থাপক/ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২০/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় আধাসরকারি পত্র ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ জারি হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দ্বায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত সমূদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ: ১২।

শিরোনাম : সঠিক ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন না করে টিওডি ঋণ বিতরণ করায় অনাদায়ী অর্থ কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯৮.৪৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, যশোর শাখা, যশোরের ২০১২ খ্রিঃ সালের হিসাব ০১/৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে টিওডি (টেম্পোর‍্যারি ওভার ড্রাফ্ট) ঋণের বিবরণ, সিএল স্টেটমেন্ট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- (ক) মোঃ আঃ হাইকে কারেন্ট ডিপোজিট হিসাব নং ১৮১০-০১-০০৭৪০৫ হতে সর্বপ্রথম ২৯/৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পে- অর্ডারের মাধ্যমে ২,৬০,০৩৬ টাকা টিওডি ঋণ প্রদান করা হয়.এর পর ঋণ গ্রহীতাকে পর্যায়ক্রমে উক্ত হিসাব হতে নগদেএবং পে-অর্ডারের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৫/৩/১২ খ্রিঃ ও ১/৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয় যথাক্রমে ৩,০০,০০০ ও ১,৯৬,৪৭০ টাকা। সর্বশেষ ২০/১২/১২ খ্রিঃ তারিখে নগদ জমা হয় ১৩,৬০,৫০০ টাকা। ২০/১২/১২ খ্রিঃ তারিখে হতে উক্ত হিসাবে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে ১২/০৮/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩০,০০,৭৪৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ঋণকে কু-ঋণ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। জনাব আব্দুল হাই এর এই ব্যাংক শাখায় পূর্বে কোন হিসাব ছিল না। তিনি এক জন নতুন ঋণ গ্রহীতা। সঠিক ঋণ গ্রহীতা বিবেচনা না করে জামানত বিহীন টিওডি ঋণ বিতরণ করায় উহা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি।

- (খ) জনাব শওকত আলীকে কারেন্ট ডিপোজিট হিসাব নং ১৮১০-০১-০০০৬৪৫২ হতে পে- অর্ডারের মাধ্যমে ২০০৮ সাল থেকে টিওডি ঋণ প্রদান করা হয়. ১২/৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে টি টি'র মাধ্যমে ৩,০০,১১৬ টাকা প্রদান করা হয়। এর পর ঋণ গ্রহীতাকে পর্যায়ক্রমে উক্ত হিসাব হতে নগদে এবং পে-অর্ডারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। সর্বশেষ ১২/৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয় ১৩০,০০০ টাকা। সর্বশেষ ১৪/৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা হয় ৬,২৮,০০০ টাকা। ১৪/৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে উক্ত হিসাবে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। তবে ঋণ হিসাবটি নবায়নের জন্য ডাউন পেমেন্ট হিসাবে ৩১/৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১৭,৭০,০০০ টাকা জমা দেওয়ায় বর্তমানে ৩১/৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী রয়েছে ১,০০,২৮,৭০০ টাকা । ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ঋণকে কু-ঋণ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

- (গ) জনাব মোঃ সাহিদুজ্জামানকে কারেন্ট ডিপোজিট হিসাব নং ১৮১০-০১-০০০০৮৪৬ হতে সর্ব প্রথম ০৩/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে নগদে ৭,০০,০০০ টাকা টিওডি ঋণ প্রদান করা হয়। এর পর ঋণ গ্রহীতাকে পর্যায়ক্রমে উক্ত হিসাব হতে নগদে এবং পে-অডারের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। সর্বশেষ ২০/৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয় ৬২,২৮৮.০০ টাকা। সর্বশেষ ২৮/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পে- অর্ডারের মাধ্যমে জমা হয় ২,৮৩,০০০ টাকা। ২৮/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে হতে উক্ত হিসাবে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। তবে ঋণ হিসাবটি নবায়নের জন্য ডাউন পেমেন্ট হিসাবে ১৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ, ১২/০২/২০১৩ খ্রিঃ ও ০২/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে যথাক্রমে ২০,০০০, ৫,৯১,৬০০ ও ৭,১৫,২৪৫ টাকা জমা দেওয়ায় বর্তমানে ৩১/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৬৬,২৯,২২৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ঋণকে কু-ঋণ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

- (ঘ) মের্সাস বকুল এন্টারপ্রাইজকে কারেন্ট ডিপোজিট হিসাব নং ১৮১০-০১-০০০৭৭৩১ হতে সর্ব প্রথম ২৬/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সিডিআর এর মাধ্যমে ৫,৩৫,১১৬ টাকা টিওডি ঋণ প্রদান করা হয়। এর পর ঋণ গ্রহীতাকে পর্যায়ক্রমে উক্ত হিসাব হতে নগদে এবং পে-অডার ও সিডিআর এর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়। সর্বশেষ ১৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয় ৩০,০০০ টাকা। সর্বশেষ ২৪/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পে-অডারের মাধ্যমে জমা হয় ১,৭৮,০০০ টাকা। ২৪/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে হতে উক্ত হিসাবে লেনদেন বন্ধ রয়েছে। তবে ঋণ হিসাবটি নবায়নের জন্য ১২/৩/১৩ খ্রিঃ হতে ৩০/৬/১৩ খ্রিঃ পযর্ন্ত ৩,৩২,১৮০ টাকা জমা দেওয়ায় বর্তমানে ৩১/৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১,৯০,৪৮৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- সঠিক ঋণ গ্রহীতা বিবেচনা না করে জামানত বিহীন টিওডি ঋণ বিতরণ করায় উহা কু-ঋণে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ায় (৩০,০০,৭৪৭+১,০০,২৮,৭০০+৬৬,২৯,২২৭+১,৯০,৪৮৯)= ১,৯৮,৪৯,১৬৩ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ দেখানো হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- সঠিক ঋণ গ্রহীতা বিবেচনা না করে জামানত বিহীন টিওডি ঋণ বিতরণ করায় অনাদায়ী অর্থ যা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৯৮,৪৯,১৬৩ টাকা (কথায়: এক কোটি আটানব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার এক শত তেষট্টি)।

ফলাফল:

- বিতরণকৃত ঋণের অনাদায়ী অর্থ কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অনাদায়ী ঋণের অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- টিওডি ঋণের বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত না থাকায় আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ আদায় করা সম্ভব নয় বিধায় ব্যাংকের ক্ষতি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ১৩/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৩।

শিরোনাম: গ্রাহকের অনুকূলে সহ জামানতের দ্বিগুন পরিমাণ ঋণ বিতরণ করার ফলে মুঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ১০১৭.২১ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ:

বেসিক ব্যাংক লিঃ, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট কার্যালয়ের ২০০৭ হতে ২০১২ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০/১২/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার সময় মঞ্জুরীপত্র, সিএল বিবরণী, হিসাব বিবরণীসহ আনুষঙ্গিক কাগজ পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স সিলেট প্লাস্টিক ইন্ডাঃ লিঃ,সিলেট এম,এ,জি,ওসমানী বিমানবন্দরের পাশে ভোলাগঞ্জ রোডের ধোপাগুল নামক স্থানে ১২৩ ডেসিমেল জায়গার উপর ১৪,৩০০ বর্গ ফুট আয়তনের ফ্যাক্টরী ভবন অবস্থিত ।
- উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, দরগাগেইট শাখা, সিলেট থেকে ঋণ গ্রহণ করে পরবর্তীতে বেসিক ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- Basic/HO/Icd/2012/6552, Dt:-30/04/2012 এর মাধ্যমে উপরে বর্ণিত স্থাপনা ও জায়গা জামানত হিসাবে রেখে ১০০ লক্ষ টাকার সিসি (হাইপো), ৪৪৮ লক্ষ টাকার term Loan-1, ২০০ লক্ষ টাকার term Loan- 2,৭৭ লক্ষ টাকার term Loan-3 এবং ২০% Cash Margin এ ২৫০ লক্ষ টাকা এলসি সুবিধা মুঞ্জুর করা হয়। এতদপ্রেক্ষিতে IBBL এর পাওনা ৫৩৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে পত্র নং- Basic/HO/Icd/2012/9198, Dt-07/06/12 এর মাধ্যমে ১ বৎসরের অবকাশকালীন সময় দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর/১৩ হতে টার্ম লোনের কিস্তি জমা করার শর্ত থাকলেও অদ্যাবধি কোন টার্মলোনের কোন কিস্তি জমা করা হয়নি ।
- বিগত ৩১/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সিসি (হাইপো) ঋণের লিমিট উত্তীর্ণ ও ২৫/০৯/১৩ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কোন সমন্বয় ও পুনঃ তফসিল করা হয় নি ।
- মুঞ্জুরীপত্রের অন্যান্য শর্তের (IX) শর্ত মতে প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার শর্তে সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণের নির্দেশ থাকলেও এ পর্যন্ত তা পালন করা হয় নি ।
- তাছাড়া (XVI) এর শর্ত মতে মাসিক বিক্রয় ও ষ্টক বিবরণী, বিক্রয়, উৎপাদন, লাভ ক্ষতি ও ব্যালেন্স সিট দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সংরক্ষণ করার শর্ত থাকলেও এ পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করা হয় নি। ফলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন তথ্যই ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না ।
- প্রকল্পের জামানত মূল্য নির্ধারণ করা হয় (১২৩ ডেসিঃ ভুমি এবং ১৪,৩০০ Sf:) এর Market Value ৪১৭.০০ লক্ষ এবং Face Value ৩৫১.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু এর বিপরীতে ৮২৫.০০ লক্ষ টাকার লিমিট দিয়ে CC, TL ঋণ মঞ্জুর করা হয়। অর্থাৎ জামানত ঘাটতির পরিমান (৮২৫.০০-৩৫১.০০)= ৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা। যা অনুমোদন অপেক্ষা দ্বিগুনেরও বেশী। যার বিপরীতে বর্তমানে ১০,১৭,২১,০৯৫ টাকা অনাদায়ী আছে।
- ফলে অনিয়মিতভাবে জামানতের ২ গুণ পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে ।
- বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় যে,২৮/০৮/২০১২ খ্রিঃ ও ২৯/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক ভবন তৈরির জন্য ৭৭ লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করা হলেও অদ্যাবধি তা সম্পন্ন করা হয়নি ।
- ফলে প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ১০,১৭,২১,০৯৫ টাকা ক্ষতি।
- উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে হাল নাগাদ ইন্সুরেন্স করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- মেসার্স সিলেট প্লাষ্টিক ইন্ডাস্টিজ এর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,০১,৭২,১০৯ টাকা (কথায়: এক কোটি এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার এক শত নয়) **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" এ দেখানো হলো)**।

ফলাফল:

- সহজামানতের দ্বিগুন পরিমাণ ঋণ বিতরণ করায় এবং ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণগ্রহীতা মেসার্স সিলেট প্লাস্টিক ইন্ডাঃ লিঃ এর সহিত ঋণ আদায় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি শীঘ্রই নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- মঞ্জুরীপত্রের শর্ত পরিপালন না করা এবং সুষ্ঠু তদারকির অভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ২৪/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৭/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- তদারকির ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণের অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ১৪।

শিরোনামঃ এল টি আর ঋণের শর্ত মোতাবেক অর্থ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনঃপুন পরিশোধ সীমা বৃদ্ধি, অনিয়মিতভাবে ওভারড্রাফট ঋণ মঞ্জুর ও ওডি হিসাব হতে এলটিআর ঋণ সমন্বয় এবং সাশ্রয়ী সুদ হার এর সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্ট হওয়ায় ৫২০৬.১১ লক্ষ টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ :

বেসিক ব্যাংক লিঃ, জুবিলী রোড শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০০৮ হতে ২০১২ সালের হিসাব ০১/১১/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২১/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ব্যাংক হিসাব বিবরণী, ঋণ সংক্রান্ত নথি, বার্ষিক হিসাব বিবরণী, সি এল বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- M/S.MRF Trade House Ltd. মাঝিরঘাট রোড, চট্টগ্রাম এর ২৮/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশক্রমে এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে শাখা পত্র নং বেসিক/জুবি/২০১০/১৮১৩ তাং ২৯/০৪/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এলসি (লোকাল) লিমিট ১০০০.০০ লক্ষ টাকা, এলসি (বৈদেশিক) ৩০০০ লক্ষ টাকা, এলটিআর(লোকাল) ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এলটিআর (বৈদেশিক) লিমিট ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণের মেয়াদ সীমা ছিল ৩০/০৪/২০১১ খ্রিঃ। মার্জিন ছিল ১০% ক্যাশ।
- পরবর্তীতে শাখা কর্তৃক উপরোক্ত মঞ্জুরীপত্র সংশোধন করে ২টি এলসি লিমিটকে একত্র করে (১০০০+৩০০০)= ৪০০০ লক্ষ টাকা এবং ২টি এলটিআর লিমিটকে একত্র করে (৯০০+২৬০০)= ৩৫০০ লক্ষ টাকা একীভূত করা হয়। উহাতে মার্জিন কমিয়ে ১০% এর স্থলে ৫% করা হয়। ঋণ মঞ্জুরীর বিপরীতে কোন সহায়ক জামানত নেয়া হয়নি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের ব্যক্তিগত জামানত নেয়া হয়েছে। মঞ্জুরীপত্রের আলোকে এমআরএফ ট্রেড হাউস লিঃ কে ৭টি এলটিআর বাবদ ৩০,৮৫,৮১,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঋণের মেয়াদসীমা ৩০/০৪/২০১১ খ্রিঃ থাকলেও ঋণ গ্রহিতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। পরবর্তীতে মেয়াদোত্তীর্ণের পর ঋণ গ্রহিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার প্রস্তাবনা ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রঃ কাঃ কর্তৃক মেয়াদসীমা ৩০/০৪/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু সময় ০১ বছর বৃদ্ধি করার পরও ঋণ গ্রহিতা বর্ধিত সময়ের মধ্যে ১টি এলটিআর এর বিপরীতে মাত্র ১০.০০ লক্ষ টাকা জমাকরন ছাড়া আর কোন অর্থ জমা করেননি।
- পুনরায় ঋণ গ্রহিতা মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিদ্যমান এল সি লিমিট ও এল টি আর লিমিট মোট ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকার কম্পোজিট লিমিটকে ৯০০০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে সিসি (হাইপো) / ওভারড্রাফট সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদন করেন। উহার প্রেক্ষিতে শাখার ব্যাংক ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক ৩০/০৭/২০১২ তারিখে যাচাই/মূল্যায়ন ফরম Credit Line Proposal (CLP) পূরণ ও মতামতসহ Top Sheet (From- E) পূরণ করে প্রস্তাবনা একই দিনে বিবেচনার জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, শাখার ক্রেডিট কমিটি ও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনায় কোন সুপারিশ করা হয়নি।
- উক্ত প্রস্তাবনা প্রধান কার্যালয়ের ১২/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ১৫০২৫ সংখ্যাক পত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নূতনভাবে Concessional Rate Of Interest এ ১ বছরের জন্য ওভার ড্রাফট লিমিট ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় । উহার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে নগদ/চেকের মাধ্যমে অর্থ জমার পরিবর্তে অনিয়মিতভাবে ওভার ড্রাফট হিসাব হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে এলটিআর হিসাব সমন্বয় করা হয়েছে।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখের মধ্যে ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেনি। ৩০/৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৬,৪৪,৩৭,৯৫০.৫৯ টাকা। আদায় হয়েছে মাত্র ১৪,৩৮,২৭,১৭২ টাকা। যার ফলে ঋণের সীমা ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৫২,০৬,১০৭৭৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, CLP ফর্মের ১২ নং অনুচ্ছেদে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, To Meet The Business Requirement। সুতরাং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মঞ্জুরীকৃত ঋণ দ্বারা পূর্বের/বিদ্যমান ঋণ পরিশোধ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । এতে ঋণ গ্রহিতাকে বিশেষভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে ।
- আরও উল্লেখ্য যে,ঋণ গ্রহিতাকে সুবিধা দেয়ার জন্য ২ বার সময় বর্ধিত করার পরও ঋণ আদায় না হওয়ায় ৩য় বার ১ বছরের জন্য সময় বর্ধিত করণের জন্য শাখা হতে পুনরায় প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এতেও ক্রেডিট কমিটি বা শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশ ছিল না।
- ঋণ মঞ্জুর ও আদায় সংক্রান্ত অনিয়মগুলো হলোঃ
- (ক)এলসি'র মার্জিন ১০% এর স্থলে ৫% করায় ব্যাংকের তহবিল বেশী ব্যবহার তথা অনাদায়ীর পরিমাণ বেশী হয়েছে।
- (খ) এসওডি ঋণ ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য মঞ্জুর করা হয়। পূর্বের ঋণ পরিশোধ করা উহার উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক ঋণ গ্রহিতাকে বার বার নবায়ন/সীমা বর্ধিত করণের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ দেয়ার পরও এবং ঋণ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও নতুন ঋণ সৃষ্টি করে এলটিআর ঋণ সমন্বয় করে ঋণ গ্রহিতাকে বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে ।

- (গ) এস ও ডি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও কোন সহায়ক জামানত নেওয়া হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- এলটিআর ঋণের শর্ত মোতাবেক অর্থ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনঃপুন পরিশোধ সীমা বৃদ্ধি, অনিয়মিতভাবে ওভারড্রাফট ঋণ মঞ্জুর ও ওডি হিসাব হতে এলটিআর ঋণ সমন্বয় এবং Concessional rate of interest এর সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্ট ৫২,০৬,১০,৭৭৯ টাকা ।

ফলাফল:

- গ্রাহককে বার বার নবায়ন/সীমা বর্ধিত করার মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ দেয়ার পরও ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

১) গ্রাহকের অনুরোধে ঋণসীমা বর্ধিত করা হয়েছে, ২) গ্রাহক জানান যে, আমদানীকৃত পণ্যের বাজার মূল্য অসাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় পণ্য বিক্রি করা হয়নি এবং ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে পণ্য বিক্রয় করে ওডি ঋণ সমন্বয় করা হবে। গ্রাহকের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় মেয়াদোত্তীর্ণ এল টি আর ঋণসমূহ তারই নামে নতুন মঞ্জুরীকৃত ওডি ঋণ হতে সমন্বয় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- পণ্য(গম) ক্রয়ের জন্য ২০/০৯/২০১১ খ্রিঃ হতে ১৪/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে খোলা এল সি'র বিপরীতে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে গম ডেলিভারি গ্রহণ করা হয়েছে গমের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া এবং দীর্ঘদিন যাবত বিক্রি না হওয়ার বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা বাংলাদেশে গমের চাহিদা প্রচুর। সুতরাং জবাব যথাযথ নয়। ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহিতাকে পুনঃপুন সুযোগ দেয়ার দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। জবাব যথাযথ নয়। মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্ব থেকে বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মনিটরিং করা প্রয়োজন ছিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩০/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৯/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রথম তাগিদপত্র দেয়া হয়। ১৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ অনাদায়ী থাকার জন্য দায়- দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ঋণের অর্থ সত্ত্বর আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।
- আমদানীকৃত পণ্য গ্রাহকের ভান্ডারে সত্যিকারভাবে মজুত/অবিক্রিত রয়েছে কিনা তা যৌথ সার্ভের মাধ্যমে বাস্তব যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ ও ২০১৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্য:

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ ও ২০১৪ সালের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ১৪/০৭/২০১৩ খ্রিঃ ও ১০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ ও ০৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১৩ ও ২০১৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পর্ষদ সভায় ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ ও ১৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্ন লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো :

০১। শিরোনাম: আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান:

মন্তব্যঃ- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **"পরিশিষ্ট-০১"** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে শাখার সংখ্যা, লাভজনক শাখার সংখ্যা এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট আমানত ও বিনিয়োগের পরিমান ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে উল্লেযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ যথাক্রমে ২০.৪৯% ও ৩২.৮৫% হ্রাস পেয়েছে। ঋণ ও অগ্রিমের পরিমান বৃদ্ধির ব্যাখ্যাসহ লাভজনক শাখা ও আমানতের পরিমান বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং ঋণ আদায়ের বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা আবশ্যক।

০২। শিরোনাম: আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান:

মন্তব্যঃ- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **"পরিশিষ্ট-০২"**তে দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৫৩% ও ৪২.৮০%। পাশাপাশি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩০.২৫% ও ৬৫.৯৬%। এখানে উল্লেখ্য ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে লাভের পরিমান যথাক্রমে ৪৪.১৪% ও ২৩.০৭% হ্রাস পেয়েছে। অতএব সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বক আয় বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানটি যথাক্রমে লাভজনক পর্যায়ে উন্নিত করা আবশ্যক।

০৩। শিরোনাম: আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান:

মন্তব্য: সিএ ফার্ম কর্তৃক বর্ণিত ৩১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখে স্থিতিপত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **"পরিশিষ্ট ০৩"** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাস পেয়েছে। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায় প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমান ৪৫.৯৫% হ্রাস পেয়েছে। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে নিম্নমানের ঋণ, সন্দেহজনক ঋণ ও মন্দ ঋণের পরিমান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। যার ধারাবহিকতা বহাল রেখেও উত্তরোত্তর মন্দ ঋণের পরিমান হ্রাস করে ঋণ ব্যবস্থাপনাকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

০৪। শিরোনাম: বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা প্রসঙ্গে:

মন্তব্য: সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের নোট-৪(এ) এ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট (১০.৭৪+৭.১৬) = ১৭.৯০ কোটি টাকা পাওনা দেখানো হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সত্তর সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

০৫। শিরোনাম: প্রতিষ্ঠানটির ঋন ও অগ্রিম প্রসঙ্গে

মন্তব্য: সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের নোট-৭ ঋণ ও অগ্রিম খাতে ১২৫০১.১৯ কোটি টাকা অসমন্বয়/অনাদায়ী দেখানো হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষনসহ সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক। ঋণের ক্ষেত্রে লোন জেনারেল ও সিসি ঋণের পরিমান ব্যপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির কারন ব্যাখ্যাসহ ঋণ আদায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

০৬। শিরোনাম: প্রতিষ্ঠানটির সাসপেন্স হিসাব খাত প্রসঙ্গে:

মন্তব্য: সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের অন্যান্য সম্পদ অংশে সাসপেন্স হিসাব উপ-খাতে (নোট-৯.০৩) ১০৯.৯০ কোটি টাকা অসমন্বয় দেখানো হয়েছে। সত্তর অসমন্বিত সমুদয় টাকা যথাযথ হিসাবে সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৭। শিরোনাম: অগ্রিম আয়কর কর্তন প্রসঙ্গে:

মন্তব্যঃ- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের অন্যান্য সম্পদ অংশের নোট ৯.০৪ এ অগ্রিম আয়কর কর্তন বাবদ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ২০৬.৭৬ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। সত্বর সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন এবং হিসাব নিষ্পন্ন করে ট্যাক্স হিসাবের জটিলতা দূর করা আবশ্যক।

০৮। শিরোনাম: Good Will হিসাব প্রসঙ্গে:

মন্তব্যঃ- সিএ ফার্ম কর্তৃক ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র অনুযায়ী পুঞ্জিভূত ক্ষতিকে প্রতি বছর সমন্বয় কল্পে Good Will হিসাবে অসমন্বিত ২৪১.৭৩ কোটি দেখানো হয়। সত্বর Good Will সমন্বয় করা আবশ্যক।

০৯। শিরোনাম: অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে:

মন্তব্যঃ- অবশিষ্ট ৩৫৫টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত ২৮৬৯.৭৯.২৭.৪৫৯ টাকা আদায়/সমন্বয়ের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (পরিশিষ্ট-ক)।

অডিটের সুপারিশ: প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ ও ২০১৩ সনের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

বিবরণঃ

বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ ও ২০১৩ সনের চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ১৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ ও ২০/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক যথাক্রমে ১০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ ও ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১২ ও ২০১৩ সনের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব বেসিক ব্যাংক লিঃ, ঢাকা এর পর্ষদ সভায় ১০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্ন লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলো :

১। ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামুলক চিত্রঃ

২০১২ ও ২০১৩ সালের আমানত ও বিনিয়োগের এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের তুলনামুলক চিত্রঃ

কোটি টাকায়

বিবরণ	হিসাবের বৎসর ও সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ			শতকরা হার বৃদ্ধি	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১২	২০১৩
১। মোট আমানতের পরিমাণ।	৬,২৬৫.০৭	৮,৭৬৯.৩২	১৩,৪৪৯.৩৪	৩৯.৯৭	৫৩.৩৭
ক) চলতি	৩৩৯.৮০	৩৬৬.৪৩	৩৭২.২৮	৭.৮৪	১.৬০
খ) সেভিংস	১৪৯.৬৩	১৭০.৯২	২০৩.৫৭	১৪.২৩	১৯.১০
গ) স্থায়ী	৫,৭১৬.৪৫	৮,১৪৯.০২	১২,৭৯৭.৪৮	৪২.৫৫	৫৭.০৪
ঘ) অন্যান্য	৫৯.১৯	৮২.৯৫	৭৬.০১	-	-
২। মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ।	৫,৬৮৮.৪৮	৮,৫৯৫.৫৮	১০,৯৪২.৮৪	৫১.১১	২৭.৩১
৩। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ।		১১৭০.৭২	২,৭৬৬.৩৭	-	১৩৬.২৯
৪। মোট শাখার সংখ্যা।	৪৫	৬২	৬৮	৩৭.৭৮	৯.৬৭
৫। লাভজনক শাখার সংখ্যা।	৩০	২৯	৩২	(-) ৩.৩৩	১০.৩৪
৬। অলাভজনক শাখার সংখ্যা।	১৫	৩৩	৩৬	১২০	৯.০৯

উপরে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে ক) ২০১১ সালে মোট আমানত ছিলো ৬২৬৫.০৭ কোটি টাকা যা ২০১২ সালে ৩৯.৯৭% বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৮৭৬৯.৩২ কোটি টাকা। উহা ২০১৩ সালে ২০১২ সালের চেয়ে ৫৩.৩৬% বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১৩৪৪৯.৩৪ কোটি টাকা। কিন্তু উক্ত আমানতের মধ্যে চলতি হিসাবের আমানত ২০১১ সালে ছিলো ৩৩৯.৮০ কোটি টাকা। উহা ৭.৮৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ৩৬৬.৪৩ কোটি টাকা দাড়ায় এবং ২০১৩ সালে ২০১২ সালের চেয়ে ১.৫৯% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭২.২৮ কোটি টাকা দাড়ায়। একই ভাবে সেভিংস হিসাবে ২০১১ সালের চেয়ে ২০১২ সালে ১৪.২২% ও ২০১৩ সালে ১৯.১০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩.৫৭ কোটি টাকা দাড়ায়। সামগ্রিক ভাবে আমানতের হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে ৪২.৫৫% ও ২০১৩ সালে ৫৭.০৪% স্থায়ী আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি হিসাবে অর্থাৎ সুদ বিহীন হিসাবে ও কম সুদ হার হিসাব সেভিংস হিসাবে আমানত বৃদ্ধির হার অতিসামান্য। ব্যাংকের লাভ বৃদ্ধির জন্য এবং আমানতের তহবিল ব্যয় হ্রাসের জন্য কম হার সুদে আমানত সংগ্রহ করা অপরিহায। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যংকের কর্তৃপক্ষ উচ্চ হারে আমানত বৃদ্ধির দিকে অধিক আগ্রহী। অতএব ব্যাংকের ব্যয় হ্রাস ও মুনাফা অর্জনের জন্য কম হার সুদে আমানত সংগ্রহ করা আবশ্যক।

খ) মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২০১১ সালে ছিলো ৫৬৮৮.৪৮ কোটি টাকা। উহা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাড়ায় ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা। ২০১২ সালে ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.১০%, ২০১২ সালে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৯৭% অথচ লোন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.১০% । আমানত বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য না রেখে লোন বিতরন করা হয়েছে। ২০১২ সালে মোট লোন অগ্রিমের পরিমাণ ছিলো ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা যা মোট আমানতের ৯৮.০২% এবং ২০১৩ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ২৭.৩০% বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯৪২.৮৪ কোটি টাকা স্থিতি হয়েছে। যা মোট আমানতের ৮১.৩৬%। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সমজোতা চুক্তি অনুসারে মোট আমানতের ৮১% এর বেশী ঋণ বিতরন না করার জন্য বলা হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উহা পরিপালন করেনি। ২০১২ সালে ঋণ অগ্রিম খাতে ৯৮.০২%-৮১%=১৭.০২% বা ১৪৯২.৫৩ কোটি টাকা ঋণ বেশী বিতরণ করা হয়েছে।

গ) ২০১১ সালে মোট শাখার সংখ্যা ছিলো ৪৫টি এবং উহার মধ্যে অলাভজনক শাখার সংখ্যা ছিল ১৫টি। ২০১২ সালে শাখার সংখ্যা ছিলো ৬২টি এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা ৩৩টি এবং ২০১৩ সালে মোট শাখার সংখ্যা ৬৮টি এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা ৩৬টি। বর্ণিত তথ্য হতে প্রতিয়মান হয় যে ২০১২ সালে ৩৭.৭৭% ও ২০১৩ সালে ৯.৬৭% অলাভজনক শাখার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকের লাভজনক শাখার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় অর্থাৎ অলাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রমানিত

হয় যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সঠিকভাবে গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জামানত মুল্যায়ন না করে এবং প্রকৃত গ্রাহক চিহ্নিত না করে ঋণ অনুমোদন করার ফলে এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় অলাভজনক শাখার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা লাভ ক্ষতির তুলনামুলক বিবরণ:

কোটি টাকায়

বিবরণ	সন			শতকরা হার বৃদ্ধি	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১২	২০১৩
মোট আয়	৮৮২.৫২	৪৮৫.৭৭	৪২৩.০৮	-৪৪.৯৬	-১২.৯১
মোট ব্যয়	৬৪৭.৬৭	২২৪.৭৬	২৭৬.০৬	-	২২.৮২
কর পুর্ব লাভ/ক্ষতি(অপারেটিং লাভ)	২৩৪.৮৫	২৬১.০১	১৪৭.০২	৬৫.৩০	(-)৪৩.৬৭
মোট প্রভিশন*	১৩৭.২৪	২৫৮.২২	২০০.১৭	১১.১৩	
নীট লাভ /ক্ষতি।	৯৭.৬১	২.৭৯	(৫৩.১৫)	-	
				-	

মোট প্রভিশন= মোট লোন প্রভিশন+ট্যাক্স প্রভিশন।

ক) ২০১১ সালে মোট আয় ৮৮২.৫২ কোটি টাকা। উহা ৪৪.৯৬% হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে ৪৮৫.৭৭ টাকা হয়। ২০১৩ সালে আয় হয় ৪২৩.০৮ কোটি টাকা। আয়ের হ্রাসের হার ২০১২ সালের চেয়ে ১২.৯১% কম।
অপরদিকে ২০১১ সালে মোট ব্যয় হয়েছিলো ৬৪৭.৬৭ কোটি টাকা। ৬৫.৩০% হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে মোট ব্যয় হয় ২২৪.৭৬ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে ব্যয় হয়েছিলো ২৭৬.০৬ কোটি টাকা। ২০১২ সালের চেয়ে ২০১৩ সালে মোট ব্যয় বৃদ্ধির হার ২২.৮২%। বৎসর ভিত্তিক আয় ব্যয়ের পরিমাণ তুলনা করলে দেখা যায় যে ২০১২ সালে আয়ের হ্রাসের হার ছিলো ৪৪.৯৬% এবং ব্যয়ের হ্রাসের পরিমান ছিলো ৬৫.৩০%। একই ভাবে ২০১৩ সালে আয়ের বৃদ্ধির হার ছিলো ১২.৯১% এবং ব্যায়ের বৃদ্ধির হার ছিলো ২২.৮২%। ২০১৩ সালে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের বৃদ্ধির হার অত্যধিক বেশী ছিল। আয়ের বৃদ্ধির হারের চেয়ে ব্যয়ের বৃদ্ধির হার হ্রাস না করা হলে ব্যাংক কখনোই প্রকৃত মুনাফা অর্জন করতে পারে না। সীমাহীন অনিয়মের মাধ্যমে লোকনিয়োগ,ভবন ক্রয় ও ভবন ভাড়া গ্রহণ, প্রয়োজন না থাকা সত্বেও গাড়ী ক্রয় ও সীমাতিরিক্ত জ্বালানী ব্যবহার, নিয়ম বর্হির্ভূত ভাবে আপ্যায়ন, সি এস আর খাতে অনুদান,টিভি চ্যানেলে একাধিক প্রচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ব্যয়, নন পারফরমেন্স খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে ব্যাংকের মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে নন পারফরমেন্স খাতে ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

খ) লাভ ক্ষতির উপর বর্নিত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে অপারেটিং লাভ হয়েছে ২৩৪.৮৫ কোটি টাকা। যা ২০১২ সালে ১১.১৩% বৃদ্ধি ২৬১.০১ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৩ সালে অপারেটিং মুনাফা হয়েছে ১৪৭.০২ কোটি টাকা। ২০১২ সালের চেয়ে ২০১৩ সনে অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পেয়েছে ১১৩.৯৯ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে লোনের বৃদ্ধির হার ছিলো ২৭.৩০%। লোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় প্রমানিত হয় যে প্রকৃত গ্রাহককে ঋণ বিতরণ করা হয়নি। ব্যবসা বিহীন প্রতিষ্ঠানকে সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করায় ২০১৩ সালে অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। অপারেটিং মুনাফা হ্রাস পাওয়ার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারনসহ দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে অপারেটিং মুনাফা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

গ) **নীট লাভ:** ২০১১ সালে নীট লাভ হয়েছিলো ৯৭.৬১ কোটি টাকা। ২০১২ সালে নীট লাভ হয়েছে ২.৭৯ কোটি টাকা। নীট লাভ ২০১১ সালে চেয়ে ২০১২ সালে হ্রাস পেয়েছে ৯৪.৮২ কোটি টাকা। ২০১২ সালে যে নীট লাভ দেখানো হয়েছে যা আদৌ সঠিক নয়। কারন ৩১/১২/২০১২ তারিখে ১৩৫.৯৪ কোটি টাকা প্রভিশন ঘাটতি রাখা হয়। অপারেটিং মুনাফা হতে ১৩৫.৯৪ কোটি টাকা বাদ দেওয়া হলে নীট ক্ষতি হয় ১৩৩.১৫ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে চূড়ান্ত হিসাব প্রনয়ন করা হয়নি। অনুরুপ ভাবে ২০১৩ সালে নীট ক্ষতি দেখানো হয়েছে ৫৩.১৫ কোটি টাকা। উহা আদৌ সঠিক নয়। কারন লোনের প্রভিশন বাবদ ৭৭৮.৮০ কোটি টাকা ঘাটতি রেখে লাভক্ষতি প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে অপারেটিং লাভ হতে উক্ত টাকা বাদ দিলে ২০১৩ সালে প্রকৃত নীট ক্ষতি হয়েছে ৭৭৮.৮০+৫৩.১৫= ৮৪১.৯৫ কোটি টাকা। বি এ এস অনুযায়ী সঠিকভাবে ২০১২ ও ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব প্রনয়ন করা হয়নি। লাভ ক্ষতির হিসাবে প্রকৃত প্রভিশন বাদ না দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কম প্রদর্শনের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রকৃত নীট লাভ অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

৩। ঋণ ও অগ্রিম ও শ্রেণীকৃত ঋণের তুলনা মুলক বিবরণ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	সন			শতকরা হার বৃদ্ধি	
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১২	২০১৩
১। মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ।	৫,৬৮৮.৪৮	৮,৫৯৫.৫৮	১০,৯৪২.৮৪	৫১.১১	২৭.৩১
ক) নিয়মিত ঋণের পরিমাণ ।	৫,৩৯৮.৮১	৭,৮২৭.০০	৭,২২৪.৮৬		
খ) এস এম এ ঋণের পরিমাণ ।	৪০.৬৯	৬২.০১	৫৭২.৪৫		
গ) এস এস ঋণের পরিমাণ ।	২২.৯৭	১৮৪.৬১	৮০০.৩১		
ঘ) ডি এফ ঋণের পরিমাণ ।	৮.৮২	৭৬.১৯	৫৫৬.৪৪		
ঙ) মন্দ বা কু ঋণের পরিমাণ ।	২১৭.১৯	৪৪৫.৭৭	১,৭৮৮.৭৮		
চ) মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ।	২৪৮.৯৮	৭০৬.৫৭	৩,১৪৫.৫৩	১৮৩.৭৯	৩৪৫.১৮
ছ) শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার।	৪.৩৮	৮.২২	২৮.৭৫		

উপরে বর্ণিত তথ্য হতে দেখা যায় যে ২০১১ সালে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিলো ৫৬৮৮.৪৮ কোটি টাকা এবং উক্ত সালে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৪৮.৯৮ কোটি টাকা। শ্রেণিকৃত ঋণের শতকরা হার ছিল ৪.৩৮% ।

ক) ২০১১ সালের ঋণের পরিমাণ ৫১.১০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা দাড়ায়। মোট ঋণ ও অগ্রিমের ৮৫৯৫.৫৮ কোটি টাকার মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০৬.৫৭ কোটি টাকা। শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিলো ৮.২২% ।

খ) ২০১৩ সালে ঋণের পরিমাণ পুর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে ২৭.৩০% বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৯৪২.৮৪ কোটি টাকা দাঁড়ায়। উক্ত ঋণের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ রয়েছে ৩১৪৫.৫৩ কোটি টাকা। যা মোট ঋণের ২৮.৭৫%। ২০১২ সালে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালের চেয়ে ১৮৩.৭৮% ও ২০১৩ সালে ২০১২ সালের চেয়ে ৩৪৫.১৮% বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রমানিত হয় যে সঠিক গ্রাহককে ও ব্যবসাবর্হিভূত প্রতিষ্ঠানের নামে ও সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ আরো বেশী। লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায় না করে ঋণ নবায়ন ও ডাউন পেমেন্ট আদায় না করে ঋণ পুনঃ তফশীলকরণের মাধ্যমে ঋণ নিয়মিত দেখিয়ে সুদ আয়খাতে নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪। ২০১৩ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ফাইনডিংস নম্বর-৯ অনুসারে প্রধান কার্যালয় ও শাখার ডেবিট ক্রেডিটের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ২৬,৭৪,২০,৬৪০.৮৬ টাকা। উক্ত পার্থক্য দ্রুত নিরসন করা প্রয়োজন।

৫। **অনুমোদিত বাজেট অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়:** ২০১৩ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ফাইন্ডিং নম্বর ৯ অনুসারে স্যালারী, ডেভেলপমেন্ট ব্যয়, বিজ্ঞাপন ব্যয়, কমম্পিউটার একসসরিজ,পেপার ও লোন রেভুলেশন খাতে বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় পরিহার কম একান্ত অপরিহার্য।

৬। **শাখার অনুমোদিত ক্যাশ লিমিট অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্যাশ সংরক্ষণ:** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সালের সি এ ফার্মের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ৩৪ নং ফাইডিংস অনুসারে ভোল্টের অনুমোদিত ক্যাশ লিমিট অপেক্ষা নিম্নবর্ণিত শাখা সমূহে অতিরিক্ত ক্যাশ রয়েছে। শাখা সমূহ হলো দিলকুশা, কাওরান বাজার, বাবুবাজার,উত্তরা,বসুন্ধরা,জিন্দাবাজার,রাজশাহী,বগুড়া, ও সৈয়দপুর শাখায় ভোল্ট লিমিট অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্যাশ সংরক্ষণ করা ব্যাংকের জন্য বিপদজ্জনক। অনুমোদিত লিমিটের মধ্যে ক্যাশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৭। ২০১৩ সনের এ্যানুয়াল রির্পোটের ৭.৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ৩১/১২/২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শীর্ষ ২০জন ঋণ গ্রহীতার নিকট ব্যাংকের মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ রয়েছে ২৩০৫.৪৭ কোটি টাকা। ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি ও এম ও ইউ এর বিধান অনুসারে ব্যাংকের মোট ক্যাপিটাল ১০% এর উর্ধে ঋণ বিতরণযোগ্য নয়। ২০১২ সালে ব্যাংকের ক্যাপিটাল ছিলো ৭০১.৭২ কোটি টাকা। উহার ১০% হিসাবে কোন সিঙ্গেল গ্রাহক বা গ্রুপভূক্ত প্রতিষ্ঠান ৭০.০০ কোটি টাকর উপর ঋণ প্রাপ্য নয়। উক্ত বিধান অনুসারে ২০ জন শীর্ষ ঋণ গ্রহীতা ১৪০০.০০ কোটি টাকার উপর ঋণ প্রাপ্য নয়। অথচ সংশ্লিষ্ট ২০ শীর্ষ ঋণ গ্রহীতার নিকট ৩১/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ২৩০৫.৪৭ কোটি টাকা রয়েছে এবং অধিকাংশ শীর্ষ ঋণ গ্রহীতার ঋণ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত হয়েছে। শীর্ষ ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋনের দায় দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে পরিশোধিত মুলধনের ১০% এর মধ্যে ঋণ সীমা সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

৮। ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ৯.৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রটেষ্ট বিল খাতে ২.৮৮ কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে। উক্ত টাকা ব্যাংক তহবিল হতে তছরুপ বা আত্নসাৎ হওয়ায় আপত্তিকৃত টাকা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯। **প্রভিশন ঘাটতি:** ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ৭.৮ অনুচ্ছেদে পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে ২০১২ সালে ১৩৫.৯৪ কোটি ও ২০১৩ সালে ৭৮৮.৮০ কোটি টাকা লোনের প্রভিশন ঘাটতি রাখা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘাটতি রেখে লাভ ক্ষতি নির্ধারন করা বি এ এস এর পরিপন্থী যা কারচুপির শামিল। ভবিষ্যতে প্রভিশন ঘাটতি পরিহার করে প্রকৃত লাভ ক্ষতির হিসাব প্রনয়ন করা আবশ্যক।

১০। সাসপেন্স হিসাবে রক্ষিত ১৭২.৯১ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবে ২০১৩ সালের ১২.৩ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে ২০১২ সালে সাসপেন্স হিসাবে সুদ রক্ষিত ছিলো ৬০.৯৮ কোটি টাকা। যা ২০১৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১৭২.৯১ কোট টাকা। সাসপেন্স হিসাবে রক্ষিত টাকা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ব্যাংকের ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

১১। **ক্যাপিটাল ঘাটতি:** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ১৩.৩ নং অনুচ্ছেদ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে ৩১/১২/২০১২ তারিখে মোট ক্যাপিটাল ছিলো ৭০১.৭২ কোটি টাকা। অথচ ৩১/১২/২০১৩ তারিখে মোট ক্যাপিটাল ঘাটতি রয়েছে ১৩৭২.০০ কোটি টাকা। অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানকে ও সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণ বিতরন করায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্যাপিটাল ঘাটতি হয়েছে। ক্যাপিটাল ঘাটতি দূরীকরনের পদক্ষেপ গ্রহন না করা হলে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা চরম হুমকির সৃষ্টি হবে।

১২। **এক্সচেঞ্জ গেইন:** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১২ সালের চূড়ান্ত হিসাবে ২১.১ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ৩১/১২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত মোট ৬৪.৩৬ কোটি টাকা আয় দেখানো হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত আয় হতে ২৭.৯৮ লক্ষ টাকা এক্সচেঞ্জ লস দেখানো হয়েছে। এক্সচেঞ্জ খাতে এত বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় হয় না। একচেঞ্জ খাতে সর্বদাই গেইন বা লাভ হয়। উক্ত খাতে যদি কোন ব্যয় হয়ে থাকে তবে ব্যয়ের খাতে এক্সচেঞ্জ গেইন খাতে আয় এবং ব্যয়ের ব্যাখ্যা আবশ্যক। একই ভাবে ২০১১ সনেও বিপুল পরিমাণ এক্সচেঞ্জ লস দেখানো হয়েছে। উক্ত লস বা ক্ষতির ব্যাখ্যা আবশ্যক।

১৩। **কম হারে মার্জিন আদায়ে অনিয়ম:** বহিঃ নিরীক্ষা দল কর্তৃক ২০১৩ সালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টের ১৬ নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত প্রধান শাখা, কাওরান বাজার শাখা ও মৌলভী বাজার শাখায় এলসি স্থাপনের সময় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারে মার্জিন আদায় পূর্বক এলসি স্থাপনের জন্য বলা হলেও শাখা কর্তৃক নির্ধারিত হারে মার্জিন আদায় না করে এলসি স্থাপন করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গন্য। উপরোক্ত বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

১৪। **পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বর্তমান অবস্থা:** সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে ১৯৯২-৯৫ হতে ২০১২ পর্যন্ত মোট ২৩১ টি অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ছিলো ১৩২৬,৭১৩৩৯১০ টাকা। ২০১২ সন পর্যন্ত মোট অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ রয়েছে ৬৫টি। উক্ত অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ৯৭৯,২২,৪৯,৮৩৪ টাকা। অদ্যাবধি বিপুল পরিমাণ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। অমিমাংসীত অনুচ্ছেদসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিপূর্বক ব্যাংকের মুলধন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশ: প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/২০১৮-২১৬২কম/এ—৮০০ বই, ২০১৭।